মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ

মোর্শেদা আক্তার

একাদশ শ্রেনী

রোল ঃ ২৩৩

আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই

উত্তরে গারো পাহাড়, দক্ষিণে মধুপুর ভাওয়ালের বনাঞ্চল, পশ্চিমে যমুনা নদী আর পূর্বে সুরমা-ধনু-মেঘনার প্রবাহ সীমার মধ্যে রৌদ্র ছায়ায় লীলায়িত যে বিচিত্র ভূ-ভাগ, ময়মনসিংহ জেলা তার নাম। ১৭৮৭ সালের ১লা মে প্রথম জেলা হওয়ার সুনাম অর্জন করে। পরে বৃহত্তর ময়মসিংহ জেলায় পরিণত হয় ১৯৮৪ সালে। এক কালে উপমহাদেশের বৃহত্তম জেলা হিসাবে পরিচিত ময়মনসিংহ আজ আর আয়তনের দিক থেকেও বৃহৎ না হলেও পাহাড়, বন, সমতল ভূমি, হাওর ও নদ নদীর বিচিত্র ধারা মিলে মিলে যে ভৌগলিক বৈচিত্র এ জেলায় রচিত হয়েছে তা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। উর্বর ভূমি শস্য ও মৎস্যের প্রাচুর্যের মতই এ জেলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি এক অন্যান্য সাধারন আভায় ভাস্বর হয়ে আছে। ব্রহ্মপুত্র নদের কিনারা ঘেঁষে গড়ে ওঠা ময়মনসিংহ সত্যিকার অর্থেই সৌন্দর্যের আঁধার।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে সেও যে উন্নতির চরম শিখরে পৌছার চেষ্টা করছে, সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমাদের দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তারিত করতে হলে ময়মনসিংহ শহরের উন্নয়নে যেসব কাজ করতে হবে তা নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

প্রথম, আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে আমরা অবশ্যই ময়মনসিংহ শহরকে যানজটমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে চাই। সেখানে উন্নত দেশগুলোতে যানজট নিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে হয় না, সেখানে আমরা প্রতিনিয়তই যানজট সমস্যা মোকাবিলা করছি। আমরা চাইব সুন্দর ভাবে রাস্তা পরিকল্পনা করে আমাদের স্বপ্নের নগরী ময়মনসিংহকে যানজট সমস্যা থেকে দূরে রাখতে।

দ্বিতীয়ত, আমরা ময়মনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মধ্যে শব্দ দূষণমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে চাই। শব্দ দূষণমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে হলে বাস-ট্যাক্সির অহেতুক হর্ণ বাজানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, আগামী ২০৩১২ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে আমরা ময়লা-আবর্জনামুক্ত পরিষ্কার শহর হিসেবে দেখতে চাই। রাস্তাতে চলাচল করতে যাতে কোন গন্ধ না আসে, সে অনুসারে শহরে ‘পরিকল্পনা অনুসারে’ ড্রেন খনন করতে হবে।

চতুর্থত, কোন স্কুল কলেজ, হাসপাতালের সামনে যাতে গাড়ি কোন হর্ন না বাজায়, সেদিন খেয়াল রেখে স্কুল-কলেজের পাশে কোন ষ্টেশন রাখা যাবে না। এই পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত ময়মনসিংহকে ২০৩১ সালের মধ্যে দেখতে চাই।

বাংলাদেশ জুড়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার একনিষ্ট ব্রত নিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে চলেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য, সাংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনে এ জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের দৃপ্ত পদচারনার স্বাক্ষর স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বিষয়ে ২০১৩ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে যেমন দেখতে চাই;

প্রথমত, ময়মনসিংহ শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্তিত আনন্দমোহন কলেজ। এ কলেজ থেকে প্রতি বছর অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা সম্পূর্ণ করে, এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিকে তাদের পদচারনা প্রশংসার দাবি রাখে। তাই আমরা এ কলেজকে আগামী ২০৩১ সালের অনেক আগেই বিশ্ব বিদ্যালয় হিসেবে দেখতে চাই।

দ্বিতীয়ত, ময়মনসিংহ শহরে মেডিকেল কলেজ একটি, যেখানে আরেকটি মেডিকেল কলেজের গুরুত্ব অপরিশীম। কারণ বাংলাদেশ স্বল্পন্নত দেশ। যেখানে অধিকাংশ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, সেখানে মেডিকেল কলেজের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমরা ময়মনসিংহের বুকে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে, ২০৩১ সালের মধ্যে আরেকটি মেডিকেল কলেজ দেখতে চাই।

তৃতীয়ত, আধুনিক যুগ জিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের এক অন্য রকম আবিষ্কার। আজ আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি। আমি চাই, এ শিক্ষা থেকে কেউ যাতে দূরে না থাকে, সেজন্য ২০৩১২ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরের প্রতিটি স্কুল কলেজে যাতে পাঠ্যবই পড়ার সাথে সাথে কম্পিউটার শেখা বাধ্যতামূলক থাকে, সেইরকমই দেখতে চাই।

চতুর্থত, শিক্ষাঙ্গানে আসে মানুষ জ্ঞানের আলোয় মণকে আলোকিত করার জন্য। কিন্তু সেখানে যদি "রাজনীতি" নামে পোকা বাসা বাঁধে তাহলে মনে হয় জ্ঞান অর্জন করাটা সেখানে মুখ্য থাকে না তাই আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরের স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোক সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত হিসেবে দেখতে চাই। যাতে কলেজগুলো ঢাকা বিভাগ তথা সমগ্র বাংলাদেশের অন্যতম সেরা কলেজগুলোর মর্যদায় অভিষিক্ত হতে পারে।

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই তা নিচে দেওয়া হলঃ

প্রথমত, ভিক্ষাবৃত্তি কমাতে হবে। যারা ভিক্ষা করে তাদের জন্য কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে হবে। আমরা আশা করব ২০৩১ সালের মধ্যে যাতে ময়মনসিংহ শহর থেকে ভিক্ষাবৃত্তি চলে যায়।

দ্বিতীয়ত, অনেকে পড়াশুনা সর্ম্পূন্ন করে বেকার জীবন -যাপন করে, যাতে তারা বেকার না থাকে সেজন্য তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করেদিতে হবে। যাতে আমরা ময়ংমনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মধ্যে বেকারহীন জেলা হিসেবে দেখতে পারি।তৃতীয়ত, যুব উন্নয়নের কাজ আরো বাড়াতে হবে। এমনভাবে এ কাজ সফল করতে হবে, যাতে সবাই হাতে-কলমে কম্পিউটার শিখতে পারে।

২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে আমরা আরো যা যা চাই তা হলঃ

প্রথমত, ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরে সিটি করর্পোরেশন চাই।

দ্বিতীয়ত, বিশাল জেলা ময়মনসিংহ। যার আয়তন চার হাজার সাতশত আঠাত্তর বর্গমাইল বিশাল এর জনসংখ্যা। পাশাপাশি অনেক গুলো জেলা নিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ গঠিত। তাই আমরা চাইব, যাতে ২০৩১ সালের অনেক আগেই ময়মনসিংহ শহরকে বিভাগ হিসেবে রূপায়িত হয়।

তৃতীয়ত, যে ব্রহ্মপুত্রের তীরে ময়মনসিংহের জন্ম হয়েছে, আমরা চাইব সেই ব্রহ্মপুত্র যাতে সব সময় পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে। সেইজন্য প্রয়োজন অনুসারে এর খনন এর ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে তার একটা অংশ আমাদের ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহকে ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা অংশ হিসেবে দেখতে হলে, আমাদের সবার সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন, সবাই যদি সু-নাগরিকের পরিচয় দেয় আশা করি, ২০৩১ সালের অনেক আগেই ময়মনসিংহ শিক্ষা-সাংস্কৃতিতে সবদিকে অনেক এগিয়ে যাবে। মোট কথা ২০৩১ সালের মধ্যে আমরা ময়মনসিংহ শহরকে সুন্দর পরিমার্জিত, সুশৃঙ্খল, নিরাপদ শহর হিসেবে গড়ে তুলব। যেটা মানুষের স্বপ্ন ছেল, সেটা সবটাই বাস্তবে রূপায়িত হবে। আমাদের ময়মনসিংহ হয়ে উঠবে মানুষের স্বপ্নের নগরী, তাই আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে দেখতে চাই।